কাঁচামালের উপযোগিতা এবং কাঁচামালভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রাপ্যতা নির্ধারণে কি কি বিষয় যাচাইযোগ্য ?

কাঁচামালের উপযোগিতা নির্ধারণে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা যায় :-

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ব্যবহার উপযোগি মেশিনারীজ ও সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে কি-না তা নিশ্চিত করা; যাতে বিদ্যমান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার ও উপযোগি নয় এরূপ কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত না হয়;

(২) কাঁচামাল হিসাবে যেন পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যবহার উপযোগী কোন Tools অন্তর্ভুক্ত না হয়;

(৩) আনুসাংগিক দ্রব্যাদির উপযোগিতা নির্ধারেনর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, যে সকল আনুসাংগিক দ্রব্যাদি উৎপাদিত পণ্যের সাথে ব্যবহৃত হয়ে রপ্তানি হবে সে সকল আনুসাংগিক দ্রব্যাদি বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন আদেশ নং- ১৪/২০০৮ তারিখ: ২৯/০৬/২০০৮ অনুযায়ী নির্ণিত উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে ডেডো কর্তৃক প্রণীত Input Output Co-efficent ratio অনুযায়ী কাঁচামাল ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বা প্রাপ্যতা নির্ধারণযোগ্য। যেমন- কোন ডাইং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা প্রজ্ঞাপন আদেশ নং- ১৪/২০০৮ তারিখ: ২৯/০৬/২০০৮ অনুযায়ী ডাইং মেশিনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০.০০ মে. টন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের Input Output Co-efficent অনুযায়ী ডাইং এর কাঁচামাল হিসাবে ডাইস, কেমিক্যাল ও লবনের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণযোগ্য হবে। যেমনঃ- যদি Input Output Co-efficent Ratio-তে ডাইং এর প্রকৃতিভেদে ডাইস, কেমিক্যাল ও লবণের ব্যবহার নির্ধারিত থাকে গড়ে যথাক্রমে ৫%, ৩০% ও ৫০%। তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা নির্ধারণে কাঁচামাল ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ডাইস (১০০.০০ X ৫%) = ৫.০০ মে. টন, কেমিক্যাল (১০০.০০ X ৩০%) = ৩০.০০ মে.টন ও লবন (১০০.০০ X ৫০%) = ৫০.০০ মে. টন।